অগ্নি বীমা

মানব সভ্যতার জয়যাত্রা আগুন আবিস্কারের মাধ্যমে। নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার হলে আগুন মানুষের পরম বন্ধু, নিয়ন্ত্রন হারালে চরম শত্রু। ১৮৬৬ সালে ইংল্যান্ডের টুলে স্ট্রীটে ভয়ানক অগ্নিকান্ডের পর বিজ্ঞানভিত্তিক অগ্নি বীমার প্রচলন শুরু হয়।

প্রতি বৎসর বাংলাদেশে অগ্নিকান্ডে হাজার হাজার কোটি টাকা ক্ষয়-ক্ষতি হয়। ২ জানুয়ারী, ২০১৭ রাজধানীর ডিসিসি মার্কেটে আগুন সম্পর্কে প্রতিবেদন বলা হয়েছে। ২০১০-২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ক্ষতির পরিমান ১ হাজার কোটি টাকা। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং পুলিশ সুত্রে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, ২০১০-২০১৬ সালে দেশে সংঘটিত ৯১ হাজার ২৩০ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় মারা গেছেন ১০১২ জন। আহত হয়েছেন ৫ হাজার ১২০ জন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য অগ্নিকান্ডের মধ্যে রয়েছে আশুলিয়ার সাভারে তাজরীন ফ্যাশন, বনানীর এফআর টাওয়ার, পুরান ঢাকায় চুড়িহাট্টায়, ঢাকার অদুরে নিমত-লায় অনেক মানুষ নিহত হয়েছেন। অগ্নি বীমা এমন একটি বীমা যা অপ্রত্যাশিত আগুনে যদি কোন বীমাকৃত সম্পত্তি ক্ষতি হয়, তার ক্ষতি পূরণ করা।

অগ্নি বীমায় অগ্নি বলতে কি বুঝায় ঃ

অগ্নি বলতে দুর্ঘটনা জনিত বা অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রজ্জ্বলনের কারনে যদি অগ্নি সৃষ্টি হয় বীমার ক্ষেত্রে সেই অগ্নিকে বীমার আওতায় আনা হবে। ইচ্ছাকৃত ভাবে অগ্নি সংযোগ করলে তা বীমার ভাষায় অগ্নি নয়।

অগ্নি বীমার মাধ্যমে যে সব সম্পত্তির বীমা করা যায় তা হলো ঃ

বসতবাড়ি, বাড়ির মালামাল, শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিল্ডিং, মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি, মজুদ মালামাল, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, দোকান, গুদাম, অফিস, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ সহ সব ধরণের প্রতিষ্ঠানের বিল্ডিং ও মালামালের বীমা করা যায়।

অগ্নি বীমার মাধ্যমে যে সব সম্পত্তির বীমা করা যায় না তা হলো ঃ

দামি পাথর, ২৫০০ টাকার বেশী দামি শিল্পকর্ম, স্ট্যাম্প, মুল্যবান দলিলপত্র, মডেল, পান্ডুলিপি, চেক বই, টাকা, পয়সা, ব্যবসায়ের হিসাব বই, সোনার বা রুপার বাটু, বিস্ফোরক দ্রব্য ইত্যাদি।

দুই ধরনের অগ্নি বীমা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ঃ

১. সাধারণ অগ্নি বীমা পলিসি (Standard Fire Policy)
২. শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ঝুঁকি পলিসি (Industrial All Risks Policy)

সাধারণ অগ্নি বীমা পলিসিতে (Standard Fire Policy) তিন ধরনের ঝুঁকি কভার করে ঃ

ক) দুর্ঘটনাজনিত বা অপ্রত্যাশিত অগ্নি ক্ষতি।
খ) বজ্রপাত জনিত ক্ষতি (আগুন লাগুক বা না লাগুক)।
গ) গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিস্ফোরন (আগুন লাগুক বা না লাগুক)।

অতিরিক্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করলে Standard Fire Policy-র সাথে নিম্নোক্ত ঝুঁকি (Allied Perils) কভার করা যায় ঃ

১. দাঙ্গা ও হরতাল জনিত ক্ষতি (Riot and strike damage)
২. বিস্ফোরণ জনিত ক্ষতি (Explosion damage-commercial)
৩. শত্রুতা/ প্রতিহিংসা পরায়ন জনিত ক্ষতি (Malicious damage)
৪. ভূমিকম্প জনিত ক্ষতি (Earthquake)
৫. স্বত:স্ফুর্ত দহন (Spontaneous combustion)
৬. ঝড়, তুফান (Cyclone)
৭. বন্যা (Flood)
৮. পাইপ এর পানির ক্ষতি, ট্র্যাংকির পানি উপচে পড়ে ক্ষতি (Bursting or overflowing of tanks, pipes etc.)
৯. ভুমি ধস (Land slide)
১০. আকাশযান থেকে কিছু পড়ে ক্ষতি (Articles dropping form aircraft)
১১. স্প্রিংকলার ফুটো হওয়ায় ক্ষতি (Sprinkler leakage)
১২. বৈদ্যুতিক সর্টসার্কিট (Electrical short circuit)
১৩. পারিপার্শ্বিক কারণে ক্ষতি (Impact Damage)

শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ঝুঁকি পলিসি (Industrial All Risks Policy) ঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি ও ক্ষতি হতে পারে যেমন ঃ- অগ্নিজনিত ক্ষতি, দাঙ্গা, হরতাল জনিত ক্ষতি, ভূমিকম্প জনিত ক্ষতি, বিস্ফোরনের ক্ষতি , শত্রুতা জনিত ক্ষতি, ঝড়, তুফান, বন্যা, ভুমি ধস, বৈদ্যুতিক সর্টসার্কিট, পাইপ এর পানি পড়ে ক্ষতি,ট্যাংকির পানি উপচে পড়ে ক্ষতি, জোর করে দরজা জানালা ভেঙ্গে মালামাল নিয়ে যাওয়ায় ক্ষতি। এ সব ধরণের ক্ষতি Industrial All Risks Policy কভার করে।

Industrial All Risks Policy তে যেসব ঝুঁকি কভার করে না ঃ

অপ্রত্যাশিত অগ্নি ব্যতিত মেশিন চলতে চলতে কোন যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে গেলে বা মেশিন ভেঙ্গে ক্ষতি, বয়লার বিস্ফোরনে ক্ষতি,আনুষাঙ্গিক ক্ষতি বা মুনাফার ক্ষতি, ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্য কোন ক্ষতি।

বীমাকৃত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ ঃ

বীমার ক্ষেত্রে সঠিক ক্ষতিপূরণের জন্য সম্পত্তির প্রকৃত বর্তমান বাজার মূল্যে বা ক্রয়কৃত মূল্যে বা নতুন ক্রয় করতে যে মূল্য লাগতে পারে সে মূল্যে বীমা করা উচিৎ।

অগ্নি দাবীর ক্ষেত্রে যে সব কাগজপত্র প্রয়োজন ঃ

০১. ক্ষতি অবহিতকরনের পত্র।
০২. পলিসি কপি।
০৩. ফায়ার ব্রিগেড রিপোর্ট (In case of Fire)।
০৪. জি ডি এন্ট্রি/এফ আই আর এর কপি।
০৫. ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়নকৃত ষ্টক রিপোর্ট (ব্যাংক লোন থাকলে)
০৬. মেশিনারী/আমদানীকৃত মালামালের এলসি/ইনভয়েস কপি।
০৭. প্রিমিয়াম রশিদ ও ব্যাংক ডিপোজিট স্লিপ এবং ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট।
০৮. চেয়ারম্যান/ ওয়ার্ড কমিশনার/ আবহাওয়া পরিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট (বন্যা ও ঘুর্নিঝড়ের ক্ষেত্রে)।
০৯. বৈদ্যুতিক সংযোগ বৈধ ছিল কিনা সে সম্পর্কিত দলিলাদি।
১০. নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈধ অনুমতি পত্র।
১১. বৈদ্যুতিক সর্টসার্কিট নিরসনের যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছিল কিনা সে সম্পর্কিত কাগজপত্র।
১২. ফায়ার লাইসেন্স।
১৩. দৈনিক/স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের কপি।
১৪. আনুষাঙ্গিক দলিলাদি (প্রয়োজন বোধে)।

দ্রুত বীমা দাবী নিষ্পত্তি গ্রাহক হিসেবে
আপনার অধিকার বীমা গ্রহিতা হিসেবে আমাদের অঙ্গীকার।